জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

(জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯ দ্বারা গঠিত সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন প্রতিষ্ঠান)
গুলফেশাঁ প্লাজা, ৮ শহীদ সাংবাদিক সেলিনা পারভিন সড়ক, মগবাজার ঢাকা-১২১৭
চেয়ারম্যান # ৯৩৩৫৫১৩, সার্বক্ষণিক সদস্য # ৯৩৩৬৩৬৯, সচিব # ৯৩৩৬৮৬৩
ফ্যাক্স # ৮৩৩৩২১৯, ই-মেইল: nhrc.bd@gmail.com

৪ জুলাই, ২০১৩

গার্মেন্ট শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় মানবাধিকার কমিশন সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করবে

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য কাজী রিয়াজুল হক বলেছেন যে, গার্মেন্ট শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ উন্নয়নে মানবাধিকার কমিশন একটি সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করবে। আগামী ৮ জুলাই জেনেভায় অনুষ্ঠিতব্য ইউরোপিয়ান ট্রেড কমিশনারের বাংলাদেশের অনুকূলে প্রদত্ত জিএসপি সুবিধা বজায় রাখার এবং শ্রমিক অধিকার, কাজের সময়ে তাঁদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের দায়বদ্ধতা শীর্ষক সভাকে সামনে রেখে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক আয়োজিত এক গোলটেবিল আলোচনায় কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য একথা বলেন। বাংলাদেশের জিএসপি সুবিধা অব্যাহত রাখার বিষয়ে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বাংলাদেশ ডেলিগেশনের অবস্থানকে স্বাগত জানিয়ে তিনি গার্মেন্ট শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ উন্নয়নে মানবাধিকার কমিশনের পরিকল্পনা ও তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে ইউএনডিপির এসিস্টেন্ট কান্ট্রি ডিরেক্টর ইয়ং হং বলেন, পথিবীর সব দেশেই শ্রমিকদের জন্য উন্নয়নের প্রয়োজন রয়েছে, বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয় বরং সামপ্রতিক কিছু দুর্ঘটনার পর এই প্রয়োজন আরো নতুন করে অনুভূত হচ্ছে। তিনি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে ধন্যবাদ দিয়ে বলেন , গত প্রায় চার বছর ধরে ইউএনডিপি কমিশনের সাথে আছে, গার্মেন্ট শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ উন্নয়নে কমিশনের গৃহীত ভবিষ্যত কর্মকাণ্ডেও ইউএনডিপি পাশে থাকবে।

শ্রমিকদের অবস্থা উন্নয়নের জন্য সরকারের নানান পরিকল্পনা গ্রহন ও পরবর্তীতে তা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় অর্থবরাদ্দের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি আয়েশা খানম বলেন, পরিকল্পনা প্রণয়ন অর্থহীন যদি তা বাস্তবায়িত না হয়।

আলোচনায় কর্পোরেট সোস্যাল রেসপন্সিবিলিটি সেন্টারের প্রতিনিধি আশ্রাফ সিদ্দিক বলেন, গার্মেন্ট মালিকগন তাঁদের লভ্যাংশের শতকরা ২ ভাগ সরাসরি শ্রমিক কল্যাণে ব্যয় করলে দ্রুত শ্রমিকবান্ধব পরিবেশ তৈরী হবে।

আলোচনা শেষে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ভবিষ্যত কর্মসূচী তুলে ধরা হয় যার মধ্যে অন্যতম হলো শ্রমিক মালিক প্রতিনিধি সমন্বয়ে উচ্চ পর্যায়ের বিজনেস এন্ড হিউম্যান রাইটস কমিটি গঠন এবং শ্রম আইন সংশোধনী প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ।

অনুষ্ঠানে অন্যান্য মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, এনজিও প্রতিনিধি, আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধি, পোশাক আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান ও গবেষক, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও গবেষক এবং দূতাবাস প্রতিনিধি।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন কমিশনের সচিব, মোঃ তাজুল ইসলাম চৌধুরী এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন কমিশনের সদস্য নিরূপা দেওয়ান।

ধন্যবাদসহ,

মোঃ তাজুল ইসলাম চৌধুরী
সচিব, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ
ফোন: ৯৩৩৬৮৬৩